দেবতা

অরবিন্দ সিংহ

" দাদা বালীহল্টে যাব, কোন ট্রেনটা ধরব একটু বলুন না দয়া করে?" এই কথা শুনে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি শ্যামবর্ণের যুবকটা সাপের মত মাথাটা ঘুরিয়ে বলে, "বালীহল্টের কোথায়?" ষাট ছুঁই ছুঁই বেঁটেখাটো প্রবীর বাবু বললেন, "ঘোষপাড়া।" যুবক বলে," ঠিক আছে। পৌঁছে দেব,তবে ১৫ টাকা লাগবে। আর গাড়ীভাড়াটা। আপনার কোন অসুবিধাই হবে না। ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবেন। ভাববেন না। এই করে আমার চলে। কী করব ! বেকার ছেলে। বাংলায় এম.এ.বি.এড করে, এস.এস.সি. তে দু'বার বসে কিছুই করতে পারিনি। কী করে পারব ! অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছি। ঐ সময় বাবার যদি কিছু থাকত তাহলে চাকরিটা–" যাই হোক ছেলেটা প্রবীর বাবুকে পৌঁছে দিয়ে আবার শিয়ালদহের চারনম্বর প্লাটফর্মের মাথায় যে টিভিটা আছে, ঠিক তার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। এই কাজ তার বছর দু 'য়েক হয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্লাটফর্মের স্থায়ী বাসিন্দারা সবাই জুমকে চেনে। এমন সময় এক ষাট বছরের বৃদ্ধা এবং এক বাদাম ওয়ালা এসে বলে, " এই যে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, উনাকে জিজ্ঞেস করুন। উনিই বলতে পারবেন।" এই বলে "বাদাম চাই বাদাম" ধ্বনির উচ্চারিত ঝড় তুলে ভীড়ের ঢেউয়ে মিশে গেল। সেই মিশে যাওয়ার মুহূর্তে মুখ মিলিয়ে বৃদ্ধা বলেন, "বাবা এই ঠিকানাটা কোথায় একটু বলনা। তুমি আমার ছেলের মত। পয়সা-টয়সা দিতে পারব না বাবা। যদি দয়া করে একটু বল। মেয়েটা দু' বছর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর বাড়ী যাওয়ার নাম করে না।" জুম কিন্তু ঠিকানায় চোখ রেখে স্থির হয়ে গেছে। কী বলবে না বলবে কিছুই ভেবে পায় না। এতদিনের পেশায় আজ বুঝি উঠবে ঝড়। বৃদ্ধার বার বার কাতর অনুরোধের কাছে জুম আজ নত মস্তকে যেন মরা-গাছ। তবুও বিবেকের কর্তব্যের স্নায়ুগুলি মরা-গাছে আনে প্রাণ। তাই নানা চিন্তায় নিজেকে প্রশ্ন করে, "সত্যি কি বৃদ্ধার মেয়ে ঐ জায়গায় আছে? না পাশের কোন বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করছে?" যাই হোক, বৃদ্ধার কাছে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। বৃদ্ধাকে নিয়ে চিঠির ঠিকানা ধরে পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। যেমনি গলিতে পা রেখেছে, অমনি দু' পাশের উদগ্রীব মুখগুলির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-বাণগুলি যেন পথরুদ্ধ করে তোলে। বৃদ্ধার বোধশক্তি তখন ঢুকরে কেঁদে উঠে ভাবে, 'আমার মেয়ে কী তাহলে এই কওে আমার জন্য টাকা পাঠায়?" ইতিমধ্যে জুম মেয়েটার নাম ধরে সকলকে জিজ্ঞেস করে," এই নামে এখানে কেউ থাকে?" কী করে চিনবে ! কারণ এখানে সব নাম পাল্টে নতুন নাম ধরে। এমন সময় এক দরজার ভেতর থেকে দু'তিন জন মেয়ে মানুষকে ঠেলে 'মা' বলে চিৎকার করে এসে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "তুই এই দেহ বিক্রি করে এই বুড়ি মা'টার মুখে দুটো ভাত তুলে দিস ! ছিঃ!" মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "আজ ছিঃ বলছ মা, তুমি যে আত্মীয়ের হাতে আমায় পাঠিয়েছিলে, সেই তো আমায় এই পথে নামিয়েছে।' মায়ের চক্ষু তখন স্থির-দৃষ্টিতে ভেঙ্গে পড়ে মেয়ের উপর। মেয়ে বলে, " কী মুখে আর ফিরব ! সবই তো শেষ করে ফেলেছি।" এমন সময় জুম বলে, "এই মুখেই তোমায় ফিরতে হবে।" এই বলে দু 'জোড়া চক্ষুর প্রবাহিত গঙ্গায় নিজের পবিত্র পদ্মাটা মিশিয়ে দিয়ে, নিজের পেশার মাটিতে তুলে আনল তাদের। পাশের বন্দিনীরা ভাবে, "অমন দেবতা যদি আমাদের ঘরেও আসত।"

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা, ১৭/১২/২০০৬